যুগান্তর

তারিখ . . 2.5 .DEC. .2017 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ... .

কুয়েটে হুবহু নকল গবেষণাপত্র প্রকাশ

তিন শিক্ষকের শাস্তি

খুলনা ব্যুরো

প্লাগারিজম বা হুবহু নকল গবেষণাপত্র প্রকাশের অভিযোগে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) তিন শিক্ষককে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। রোববার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৫৮তম সভায় প্লাগারিজমের সুস্পষ্ট অভিযোগে এবং প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাছুদ, সহকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল-বারী ও এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হাসান আলীকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক, গবেষণা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি তদন্তের জন্য কুয়েটের আইআইসিটির পরিচালক প্রফেসর ড. বাসুদেব চন্দ্র ঘোষ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্সের পরিচালক প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীন ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটের সমন্বয়ে ৩ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

অভিযোগে জানা যায়, ২০০৪ সালে জাপানের মিটসুবিসু মটরসের টেকনিক্যাল রিভিউতে (নম্বর-১৬) প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধের প্রায় শতভাগ হুবহু নকল করে কুয়েটের উল্লেখিত শিক্ষকরা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ভলিউম-২ ইস্যু-১) এবং আইসিএমআইএমই ২০১৩-এ দুটি টেকনিক্যাল পেপার প্রকাশ করেন।

কুয়েটের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর ওই তিন শিক্ষকের শাস্তির বিষয় নিশ্চিত করে রোববার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, হুবহু নকলের কারণে প্রাথমিকভাবে তাদের সব প্রকার একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হয়েছে।